উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

২৮ পৌষ ১৪২৪ শনিবার ৪.০০ টাকা 13 January 2018 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

সুপ্রিমকোর্টে নজিরবিহীন সংঘাত

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সরব চার বিচারপতি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ দেশের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর সঙ্গে বেনজিরভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন সুপ্রিমকোর্টেরই চার প্রবীণ বিচারপতি। বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি মদন বি লোকুর এবং বিচারপতি কুরিয়েন জোসেফ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, সুপ্রিমকোর্টে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। সর্বোচ্চ আদালতে যদি কাজকর্ম ঠিকমতো না হয় তাহলে তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি জে চেলামেশ্বর বলেন, 'সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হল, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছাড়া কোনো গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।' তিনি বলেন, 'আমরা আজ সকালে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে সুপ্রিমকোর্টের কাজকর্মের ধরন নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। দু-মাস আগে একটি চিঠিও দিয়েছিলাম তাঁকে। কিন্তু আমাদের উদ্‌বেগ নিরসনে উনি কোনো পদক্ষেপই করেননি।' প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচ করা উচিত কিনা সেব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিচারপতি জে চেলামেশ্বরের কৌশলী মন্তব্য, 'এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে দেশ।' অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরই অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপালকে ডেকে পাঠান প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা আলোচনা করেন। এরপর প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিদ্রোহ' ঘোষণার বিরোধিতা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তাঁর মতে, সংকট কাটানোর জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ করলে ভালো হত। বিচারপতিদের মধ্যে মতবিরোধ মিটে যাবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে চার বিচারপতি।

'সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হল, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছাড়া কোনো গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।'
– জে চেলামেশ্বর
বিচারপতি

এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।'
– রঞ্জন গগৈ
বিচারপতি

দীপক মিশ্র
প্রধান বিচারপতি
সুপ্রিমকোর্ট

দেশের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর সঙ্গে বেনজিরভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন সুপ্রিমকোর্টেরই চার প্রবীণ বিচারপতি। বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি মদন বি লোকুর এবং বিচারপতি কুরিয়েন জোসেফ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান।

একনজরে

বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর ঃ প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পুরোভাগে রয়েছেন বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর। সিনিয়রিটির নিরিখে প্রধান বিচারপতির পরই তাঁর স্থান। চেন্নাইয়ের লয়োলা কলেজের পদার্থবিদ্যার এই প্রাক্তন ছাত্র ২০১১ সালের অক্টোবরে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। একইসময়ে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন দীপক মিশ্রও। যদিও প্রধান বিচারপতির অবসর নেওয়ার আগেই অবসর নেওয়ার কথা বিচারপতি চেলামেশ্বরের। তিনি অবসর নেবেন আগামী জুন মাসে। অপরদিকে প্রধান বিচারপতি অবসর নেবেন আগামী অক্টোবর মাসে। সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি চেলামেশ্বর অতীতেও সরব হয়েছিলেন। ২০১৫ সালে জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (এনজ্যাক) খারিজ করে দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের চারজন সদস্য এনজ্যাকের বিরোধিতা করলেও বিচারপতি চেলামেশ্বর তার পক্ষে মুখ খুলেছিলেন। তাঁর মত ছিল, বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম প্রথা স্বজনপোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানকে মেনে নিয়ে কলেজিয়াম প্রথার অবসানের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন তিনি।

বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ঃ সিনিয়রিটির বিচারে বিচারপতি গগৈ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। আগামী অক্টোবরে *এরপর নয়ের পাতায়*

বিন্দু বিসর্গ

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিচারবিভাগের অন্দরে কোন্দল সৃষ্টির ঘটনায় বেদনাহত বলে এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন। এদিন নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শীর্ষ আদালতে মামলা বণ্টন, বিচারপতি নিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ তোলেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। পাশে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, মদন লোকুর এবং কুরিয়েন জোসেফকে বসিয়ে তিনি বলেন, 'এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কিন্তু এটা আনন্দের বিষয় নয়। আমরা *এরপর নয়ের পাতায়*

ভারত-নেপাল সীমান্ত নিয়ে বৈঠক হল কিশনগঞ্জে

কিশনগঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ ভারত-পোল সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবার বাড়ছে। মানবপাচারের ক্ষেত্রেও এখন এই সীমান্ত উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে। এর ফলে এলাকায় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুই দেশের পদস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে শুক্রবার সীমান্ত সমীক্ষা বৈঠক হল বিহারের কিশনগঞ্জে। দুই দেশের ২৬১ কিলোমিটার সীমানার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়। সীমানা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুন করে পিলার তৈরির পাশাপাশি, পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার শীর্ষ আধিকারিক মোহনচক্র ভেস বলেন, সমস্ত কাজই করা হবে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে।

বিহারের সুপাল জেলা থেকে পশ্চিম সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত-নেপাল সীমান্ত। যা গিয়েছে বিহারের আরারিয়া, কিশনগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং উত্তর সিকিম হয়ে। নেপালে রয়েছে ইলম, ঝাপা, সুনসরি, পাঞ্চেতরের মত ৬টি জেলা। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকলেও, ২৬১ কিলোমিটারের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য রয়েছে ১,১৭৩টি পিলার। কোশি নদীর জলোচ্ছ্বাস বা ভয়াবহ বন্যা এবং অন্য কয়েকটি কারণে বেশ কিছু পিলারের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভেঙেও গিয়েছে পিলার। যার ফলে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বড়ো ধরণের জটিলতা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক কিছু সমস্যার সৃষ্টিও হয়েছে। পাশাপাশি বিহারের জোগবানি, আরারিয়া ও কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এর একশো একর জমি দখল করে নিয়েছে জমি মাফিয়ারা। মূলত এই সীমান্তই মাদক, অস্ত্র এবং মানবপাচারের ক্ষেত্রে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি দুই দেশের প্রশাসনিক কর্তাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতির পর্যালোচনায় শুক্রবার কিশনগঞ্জের জেলাশাসক দপ্তরের রচনা ভবনে দুই দেশের পদস্থ কর্তারা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুই দেশের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর কর্তারা। জানা গিয়েছে, সীমান্ত পরিস্থিতি ও চোরাকারবারের পাশাপাশি, মানবপাচার নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। সীমান্ত *এরপর নয়ের পাতায়*

অভিযান র‍্যাবের, হত ৩ জঙ্গি

শেখ হাসিনার দপ্তরের কাছে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এক জঙ্গি ডেরার হদিস পেয়েছে বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার সকালে সেখানে র‍্যাব-এর অভিযানের সময় সেখানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। জঙ্গিদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে র‍্যাব জানতে পেরেছে। ঢাকার পশ্চিম নাখালপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাত থেকে র‍্যাব-এর অভিযান শুরু হয়। শুক্রবার সকালেও সেই অভিযান চলে। স্থানীয় সময় বেলা ১১টা নাগাদ প্রবল বিস্ফোরণে বাড়িটি কেঁপে ওঠে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম নাখালপাড়ার যে বাড়িটিতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটি রুবি ভিলা নামে পরিচিত। ৪ জানুয়ারি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বাড়িটিতে ঘরভাড়া নেয়। এমনিতে রুবি ভিলার মেসে কয়েকজন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে জঙ্গিরা প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। ওই বাড়ির পাঁচতলায় একটি মেস করে জঙ্গিরা থাকছিল। র‍্যাব-এর জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মুফতি মাহমুদ জানিয়েছেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। রুবি ভিলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির কাছেই এমপি হস্টেল।' প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের পাশাপাশি সাংসদরাও জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। র‍্যাব-এর ধারণা, এমপিদের আবাসনে ঢুকে তাঁদের পণবন্দি করার পরিকল্পনা থাকতে পারে জঙ্গিদের।

বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব অভিযান শুরু করতেই জঙ্গিরা গ্রেনেড ছোড়ার পাশাপাশি র‍্যাব-এর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলিও ছোড়ে। পালটা গুলি চালায় র‍্যাব। রুবি ভিলায় অনেক বিস্ফোরক মজুত থাকার আশঙ্কায় বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে ডেকে পাঠানো হয়। র‍্যাব-এর তরফে জানানো হয়েছে, নিহত এক জঙ্গির দেহের নীচে একটি আইইডি ছিল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরে গ্যাসের উপর আইইডি রেখে আগুন জ্বালিয়ে বড়ো ধরনের বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। রুবি ভিলা থেকে ৬১ জন বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে তিনজন জঙ্গির দেহ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেখানে দুটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। দুটি পরিচয়পত্রেই ছবি একইরকম। একটিতে নাম লেখা রয়েছে জাহিদ, অন্যটিতে সজীব। পরিচয়পত্র দুটি জাল কিনা তা খতিয়ে দেখবে র‍্যাব। পরে মুফতি মাহমুদ খান জানিয়েছেন, পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে মোট তিনটি ঘর। সেখানে থাকতেন মোট ৭ জন। একটি ঘর থেকে তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। র‍্যাব-এর এই কর্তা জানান, রুবি ভিলার ছয়তলার দুটি ইউনিটে দুটি মেস এবং পাঁচতলার দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি মেসে জঙ্গি ডেরা ছিল। যে ৬১জনকে বাড়িটি থেকে সরানো হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জঙ্গিদের তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্তের দেহ উদ্ধার

রতুয়া, ১২ জানুয়ারি ঃ রতুয়ার জগদ্বন্ধুটোলায় স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন ও ছেলেকে খুনের চেষ্টায় অভিযুক্তের দেহ উদ্ধার হল হরিশ্চন্দ্রপুরের ভিঙ্গোল থেকে। সেখানে রাতে এক বাসিন্দার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর সেই বাড়ির বারান্দার সিলিং থেকেই তার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম সাধুচরণ মণ্ডল (৬৫)। নিজেকে সবজি বিক্রেতা পরিচয় দিয়ে বিষ্ণু দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। রাতে তাকে পরোটা, তরকারিও খাইয়েছিলেন। বাড়তি ঘর না থাকায় বারান্দায় থাকা চৌকিতেই রাতে শুয়েছিল অতিথি। সেই টালির ছাদের বারান্দার সিলিং থেকেই উদ্ধার হল ওই অতিথির দেহ। প্রথমে হতবাক, তারপর দেহ উদ্ধার করতে আসা পুলিশের কাছে অতিথির পরিচয় পেয়ে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা বিষ্ণুবাবুর। সাধুচরণের সাইকেলে থাকা ব্যাগ থেকে বিষের একটি শিশিও পুলিশ উদ্ধার করেছে। বাড়িতে স্ত্রীকে খুন ও ছেলেকে খুনের চেষ্টার পর আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিল সে। তবে বিষ না খেয়ে অন্যের বাড়িতে এসে কেন এমন করল, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশও। চাঁচলের এসডিপিও সজলকান্তি বিশ্বাস বলেন, পালানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। তবে অন্যের বাড়িতে এসে কেন এমন করল, তা আমাদের কাছেও স্পষ্ট নয়। বৃহস্পতিবার *এরপর নয়ের পাতায়*

মুখ ফিরিয়ে ছেলে, বউ, নাতি

বারান্দাই বৃদ্ধাশ্রম

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ● মালদা

১২ জানুয়ারি ঃ প্রায় মাস ছয়েক আগে ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে স্থান হয় কখনো কারও বাড়ির বারান্দা, কখনও পাড়ার ক্লাবঘর। কিন্তু কেউই বেশিদিন থাকতে দেয়নি। এখন আশ্রয় এলাকার ভাঙাচোরা এক পরিত্যক্ত বাড়ি। সেই বাড়িতেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কোনোক্রমে বেঁচে আছেন বছর সত্তরের জ্যোৎস্না ঘোষ। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মালদা মুক্তবেনির সদস্যরা এলাকায় দুস্থদের শীতবস্ত্র বিলি বা আর্থিক সাহায্য দিয়েই থেমে থাকেনি, বৃদ্ধার বেঁচে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দিতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে বৃদ্ধাকে নিয়ে মহকুমাশাসক পার্থ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে যান সংগঠনের সদস্যরা। তবে তিনি না থাকায় বৃদ্ধার হয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয় মহকুমাশাসকের দপ্তরে।

ভাঙা বাড়ির বারান্দায় ঠাঁই হয়েছে জ্যোৎস্না ঘোষের।–পার্থ দাস

জ্যোৎস্নাদেবীর বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর-২ অঞ্চলের গোপালপুরে। বছর ১৫ আগে স্বামী ঝরু ঘোষ মারা যান। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে অনেক আগেই। ওই সময় তাঁদের বাড়ি ছিল মালদা শহরের মাধবনগরে। অভিযোগ, স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলে দেবু ঘোষ ও ছেলের বউ ঘুতু ঘোষ তাঁদের মাধবনগরের বসতবাড়ি বিক্রি করার জন্য চাপ দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধা ওই বাড়ি বিক্রি করে সমস্ত টাকা ছেলে ও ছেলের বউয়ের হাতে তুলে দেন। ছেলে দেবু ঘোষ সেই টাকায় গোপালপুরে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেন। মায়ের নাম বাদ দিয়ে নতুন বাড়ির রেজেস্ট্রিও তারা নিজেদের নামে করে নেয়। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর জ্যোৎস্নাদেবীকে বাড়ি থেকে তাড়াতে উঠেপড়ে লাগে দেবু ঘোষ, ঘুতু ঘোষ ও বৃদ্ধার নাতি বাবন ঘোষ। বৃদ্ধাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গালিগালাজ করতে থাকে তারা। পরের দিকে মারধরও করতে শুরু করে। অভিযোগ, বার্ধক্যভাতার টাকাও ছিনিয়ে নেয় নাতি বাবন ঘোষ। মাস ছয়েক আগে একদিন বেধড়ক মারধর করে জ্যোৎস্নাদেবীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওই বৃদ্ধার স্থান হয় লোকের বাড়ির বারান্দায়। কিন্তু দুই একদিন বাদেই সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ির মালিকেরা। কখনো এই বাড়ি, কখনো সেই বাড়ি করতে করতে পাড়ার নিমতলা ক্লাবঘরে আশ্রয় নেন জ্যোৎস্নাদেবী। এখানে মাসদুয়েক থাকার পর ক্লাব সদস্যরাও তাঁকে চলে যেতে বলেন। বর্তমানে ওই এলাকারই এক পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। বাড়ির টালিই ভাঙা। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কোনোক্রমে বেঁচে আছেন জ্যোৎস্নাদেবী। মুক্তবেনির সদস্য শুক্লা ঘোষ, সুজিত দাস, তমালি সাহা,নাজির শেখ, *এরপর নয়ের পাতায়*

রায়গঞ্জে দিনের আলোয় ভরাট হচ্ছে জলাশয়

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে খেলার মাঠ নেই। তাই জলাশয় ভরাট করে তৈরি হবে সেই মাঠ। রায়গঞ্জের বুকে জলাশয় ভরাটের এমন যুক্তি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান সম্প্রসারিকার। জলাশয় যে ভরাট হচ্ছে, তা মেনে নিয়েছেন রায়গঞ্জের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যও। তবে এব্যাপারে জেলাশাসক আয়েষা রানির বক্তব্য, 'জলাশয় ভরাট রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকারও বলছেন, 'পরিবেশ বাঁচাতে বেআইনি ভরাট রুখতে হবে।' পরিবেশবিদ সঞ্জিত গোস্বামী বলেন, 'যেভাবে রায়গঞ্জ শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক পুকুর ও জলাশয় ভরাট চলছে তাতে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হবে। অবিলম্বে পুকুর ও জলাশয় ভরাট বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই দায়িত্ব নিতে হবে জেলা প্রশাসনকেই।'

রায়গঞ্জ শহরের খরমুজাঘাট শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে দক্ষিণ সোহারই ঘাটপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন তিন কাঠা জলাশয়ে বৃহস্পতিবার থেকে ট্রাক বোঝাই করে মাটি ফেলা হচ্ছে। এসএসকে-র প্রধান সম্প্রসারিকা রীতা সাহা (ঘোষ) বলেন, 'প্রথমে স্কুলের তরফ থেকে কিছু মাটি ফেলা হয়েছে। আমাদের স্কুলের ফান্ডে তেমন টাকা নেই বলে বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বলে ওই জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'ওই জলাশয় বুজিয়ে দেওয়ার কারণ, সেখানে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলো করবে। আমাদের স্কুলে কোনো খেলার মাঠ নেই বলে ওই জলাশয় বুজিয়ে খেলার মাঠ তৈরি করা হচ্ছে।

বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাজীব দাস বলেন, প্রধানের কাছে অনুমতি নিয়ে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে ওই জলাশয়টি ভরাট করা হচ্ছে। ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে মোট ৬৬ জন পড়ুয়া রয়েছে। সহায়ক ও সহায়িকার সংখ্যা তিনজন। বাকি দুই শিক্ষিকা মনিকা সিংহ (ভৌমিক) ও অঞ্জলি রায় (দাস) বলেন, ওই জলাশয় ভরাট করার দরকার ছিল। স্কুলের তরফ থেকে সামান্য ভরাট করার পর *এরপর নয়ের পাতায়*

বাংলাদেশে পাচারের আগে উদ্ধার তক্ষক

কল্লোল মজুমদার ● মালদা

১২ জানুয়ারি ঃ শুধু জাল টাকা, গোরু কিংবা মাদকদ্রব্য নয়, এবার বন্যপ্রাণ পাচারেরও সন্ধান মিলল মালদায়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের আওতায় থাকা টকি গেকো অর্থাৎ তক্ষক বাংলাদেশে পাচারের আগে ধরা পড়ে গেল এক পাচারকারী। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি পূর্ণবয়স্ক তক্ষক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া তক্ষক তুলে দেওয়া হয়েছে বন্যদপ্তরের হাতে। বন্যপ্রাণপ্রেমীদের দাবি, তক্ষক দুটির বাজার দর ২০ লক্ষ টাকার ওপর।

শুক্রবার সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের ডিআইজি আরপিএস জয়সোয়াল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে তক্ষক পাচার করা হবে, এমনই খবর আসে বিএসএফের কাছ থেকে। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে বিএসএফের গোয়েন্দারা কালিয়াচকের ১৮ মাইল সংলগ্ন কলেজ মোড়ে এবং পিটিসি মোড়ে জাল পাতে। ওই সময় দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে

উদ্ধার হওয়া দুটি তক্ষক।

মোটরবাইকে চেপে কচুয়া মোড় দিয়ে বাংলাদেশের দিকে যেতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় ওই দুই ব্যক্তি সহ মোটর সাইকেলটি থামানোর চেষ্টা করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর চেষ্টা করে। এক ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে যায় অপরজন। এরপরেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দুটি পূর্ণবয়স্ক তক্ষক। বিএসএফের ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ধৃতের নাম নাসিরুদ্দিন শেখ। কালিয়াচকের সুলতানগঞ্জের মাস্টারপাড়ায়। আরো জানা গেছে, একটি তক্ষকের দৈর্ঘ্য ১.৬ ফুট, অপরটি ১.৩ ফুট। একটির ওজন ১৫২ গ্রাম, অপরটির ১২৫ গ্রাম। উদ্ধার হওয়া তক্ষক দুটি বিপন্ন বন্যপ্রাণ প্রজাতির তৃতীয় তালিকাভুক্ত। নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৭২ অনুযায়ী মামলা দায়ের করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, জেলার বন্যপ্রাণপ্রেমীরা জানান, তক্ষক দুটির বাজার দর একেকটি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে। বিদেশের বাজারে এই সরীসৃপের চাহিদা মূলত এইডস-এর ওষুধ তৈরির জন্য। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স সহ অসমে অনেক সময় তক্ষক দেখা যায়। বিএসএফ যে কাজ করেছে, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আজকের দাম

পেট্রোল-৭৩.২৯
ডিজেল-৬৩.৬৭

সূত্র- ইন্ডিয়ান অয়েল তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম কমবেশি হবে।